দৈনিক ইত্তেফাক

1 3 APR 2017

নামে বেনামে ঋণের পাহাড় পাচার লক্ষ কোটি টাকা

প্রকৃত উদ্যোক্তাদের হয়রানি, তদন্তের জালে কারা আছেন?

জামাল উদ্দীন

অনিয়মের বেড়াজাল মুক্ত হতে পারছে না দেশের ব্যাংকিং খাত। প্রকৃত উদ্যোক্তারা ঋণ না পেলেও যোগসাজশের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন গুটিকয় গ্রাহক। যাদের নিট সম্পদের পরিমাণের চেয়ে ঋণের পরিমাণ বহুগুণ বেশি নামে-বেনামে এসব ঋণ পাইয়ে দিতেই যেন মরিয়া ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। পরিচালনা পর্ষদেও নিজেদের পছন্দের লোক বসানো হয়েছে। প্রভাবশালী এই মহলের ঋণ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে এমন সাহস দেখাবে কে?

কিন্তু যথেষ্ট জামানত কিংবা সম্পত্তি থাকার পরও প্রকৃত উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। যারা নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ নিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও চোখে পড়ে না।

ব্যাংকিং সূত্র জানায়, ব্যাংক থেকে অর্থ লুটপাটের ইতিহাস নতুন নয়। যুগে যুগে কোনো কোনো প্রভাবশালী শিল্প গ্রুপ ব্যাংক থেকে হাতিয়ে নিয়েছে হাজার কোটি টাকা। এসব ঋণ এক সময় খেলাপ হয়ে অবলোপনের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর একই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে। এই মহল দেশে বৃহৎ অঙ্কের ঋণ গ্রহীতা হলেও সে তুলনায় দেশে ততটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। যদিও এদের অনেকেই বিদেশে বিনিয়োগ করেছে বিভিন্ন খাতে।

সূত্রমতে, দেশীয় একটি গ্রুপ সম্প্রতি একটি উন্নত দেশে হোটেলখাতে বিনিয়োগ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কয়েকশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ স্থানান্তরে অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বরং প্রবাসী বাঙালি কর্মীদের কাছ থেকে স্থানীয়ভাবে এসব অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশে সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আমদানি ঋণপত্রের মাধ্যমে ওভার ইনভয়েসিং করে এসব অর্থ পাচারের বিষয়ও নতুন নয়। এ বিষয়গুলো সুষ্ঠু তদন্ত করলেই স্পষ্ট বেরিয়ে আসবে।

সূত্রমতে, যেসব ব্যাংক থেকে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

নামে বেনামে ঋণের পাহাড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঋণ নেওয়া হয়েছে ওসব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় পছন্দসই লোক বসিয়ে অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণের সুযোগও গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, যে দামে পণ্য আমদানি করা হয়েছে তারচেয়ে কম দামে দেশিয় বাজারে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। যা ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছে। আর এ বিষয় এখন ব্যাংকিং খাতে রসালো আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। 'উপরের' নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার অজুহাতে ব্যাংকারদের কেউ কেউ সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছেন। মাত্র এক—দেড়শ' কোটি টাকা নিট সম্পদের বিপরীতে কোনো কোনো গ্রুপ নামে-বেনামে এত বেশি ঋণ নিয়েছে যা তদন্ত করলে সহজেই বেরিয়ে আসবে বলেও সূত্রটি দাবি করেছে।

জানা যায়, যেসব শিল্প গ্রুপ প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক থেকে সুবিধা নিচ্ছে তাদেরই একটি গ্রুপ অনেক ব্যাংকের শীর্ষ ঋণ গ্রহীতাদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। হালআমলে ব্যাংকিং খাতে মালিকানা পরিবর্তন নিয়েও নানা গুঞ্জন রয়েছে। বেসিক ব্যাংক, হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির ঘটনার পরও সংশ্লিষ্টদের টনক নড়ছে না। বরং সরকারি ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি মেটাতে সরকার অর্থ যোগানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে বছরের পর বছর জনগণের আমানতের টাকা কিছু গ্রাহক নিয়ে নেবে আর সরকার ব্যাংকগুলোর ঘাটতি মূলধন মেটাবে, এমনটি আর কতকাল চলবে— এমন প্রশ্নও ঘুরেফিরে আসছে।

সূত্র মতে, পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত থাকলেও কোনো কোনো উদ্যোক্তাকে বছরের পর বছর ঋণের জন্য ব্যাংকে ঘুরতে হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকে একটি কোম্পানির ঋণ প্রস্তাব শুধু শাখাতেই তিন বছর আটকে ছিল। পরবর্তীতে অফিস নির্দেশনা পরিবর্তন হলে ঋণ প্রস্তাবের ফাইলটি শিল্প ঋণ বিভাগে পাঠানো হয়। অথচ যখন প্রস্তাবনাটি তৈরি করা হয়েছিল তখন পণ্যমূল্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের খরচ যা দেখানো হয়েছিল, তিন বছর পর তা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। যদিও কোনো কোনো সূত্র বলেছে, একেবারেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ঘটনা বিরল।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি ব্যাংকের পরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'উপর থেকে তদবির না করলে ঋণের জন্য জুতা ক্ষয় করেও লাভ নেই'। এই যখন ব্যাংকিং খাতের অবস্থা, তখন ব্যাংক খাত সংস্কার কার্যত কোনো সুফল বয়ে আনেনি বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, ব্যাংক সংস্কার কমিশন গঠন ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে কোম্পানি করেও লাভ হয়নি। বরং দিনের পর দিন অবস্থা খারাপের দিকেই গেছে। ফিনান্সিয়াল ইকোনোমিস্ট ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী বলেন, কিছু বিশেষায়িত ব্যাংক ভালো করলেও সেগুলো ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিত না করলে পুঁজির যোগান প্রবাহে ভাটা পড়বে। অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাবও পড়বে।

এদিকে, ঋণ প্রদানে অনিয়মের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা জরুরি বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র। সূত্রটি মনে করে, এমনিতেই ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। এসব অনিয়ম দূর না করলে লুটপাটের সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহতই রয়ে যাবে, ব্যাংকিং খাতে সুশাসন আনা যাবে না।

দৈনিক জনকণ্ঠ

1 3 APR 2017

ঋণাত্মক মূলধনী হিসাবের সুদ মওকুফ করেছে জনতা ক্যাপিটাল

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ জনতা ক্যাপিটাল এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড তার গ্রাহকদের ঋণাত্মক মূলধনী হিসাবের সুদ মওকুফ করেছে। সুদ হিসাবকে দুটি ভাগে ভাগ করে একটির শতভাগ এবং অপরটির ৪৫ শতাংশ মওকুফ করা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির ৫৬তম পর্ষদ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জনতা ক্যাপিটাল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র মতে, কোম্পানিটি ২০১৪ সালের পর থেকে নেগেটিভ ইক্যুইটির হিসাবে মার্জিন ঋণের জন্য কোন ধরনের সুদ আরোপ করেনি। এই সুদ আর গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে না। চলতি বছরের ৩০ মার্চ পর্যন্ত সময়ের সুদ শতভাগ মওকুফ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত যে সুদ আরোপ করা হয়েছিল সেটির ৪৫ শতাংশ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তবে এ সুযোগটি গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে কোম্পানিতে আবেদন করতে হবে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে করতে হবে এই আবেদন। আবেদন করার সময় মূলঋণের ৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। ২০১৪ সালের আগ পর্যন্ত আরোপিত সুদ একটি ব্লক হিসাবে রাখা হবে। এটি পরিশোধ করার জন্য গ্রাহক এক বছর সময় পাবেন।

এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দীনা আহসান বলেন, পুঁজিবাজারের উন্নয়নে অবদান রাখতে বদ্ধপরিকর জনতা ক্যাপিটাল। পুঁজিবাজার ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে পর্ষদ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনতা ক্যাপিটাল সব সময় বিনিয়োগকারীদের সুযোগ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে চায়। এ সিদ্ধান্তে সেটি আবারও প্রতিফলিত হলো।

উল্লেখ, মার্জিন ঋণ হচ্ছে শেয়ার কেনার জন্য গ্রাহককে দেয়া মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারহাউসের ঋণ। ২০১০ সালে সূচিত ধসে শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে কমে গেলে অনেক গ্রাহকের মূলধনের পরিমাণ তার নেয়া ঋণের চেয়ে নিচে নেমে যায়। এ ধরনের হিসাবকে ঋণাত্মক মূলধনের হিসাব বলা হয়। অনেক বিনিয়োগকারী দীর্ঘদিন ধরে ঋণের সুদ পরিশোধ করছে না। এমনকি আসল ঋণও অপরিশোধিত আছে।

The Financial Express 13 APR 2017

BB allows foreign cos to issue Taka bond

Siddique Islam

Foreign companies operating in Bangladesh have been allowed to issue Taka bonds for mobilising funds from the local sources as the central bank relaxed further the foreign-exchange transactions regulations.

This is, however, subject to prior permission of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC).

Says it is to boost FDI inflow

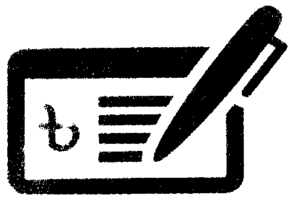

Bangladesh Bank (BB) relaxed the guidelines to encourage inflow of foreign direct investment (FDI) into the country, according to a notification BB issued Wednesday.

The foreign companies have been permitted to take long-term loans from the local banks and non-banking financial institutions (NBFIs) to meet their business requirements.

On the other hand, individuals and local companies were eligible to invest in the foreign companies through purchasing their Bangladesh Taka (BDT) bonds.

"General approval is hereby accorded for purchase by individuals and institutions resident in Bangladesh of Taka bonds issued with permission of the BSEC by foreign owned/controlled companies in Bangladesh," reads the notification.

Earlier no person resident in Bangladesh could lend any money or security to any foreign owned/controlled company other than banking company except with the general or specific approval of the central bank.

"We've taken a series of measures to facilitate foreign controlled companies for attracting the FDI into Bangladesh," a BB senior official told the FE.

He said both the individuals and local companies have already been allowed to invest in the commercial papers (CPs), issued by the foreign companies, to widen the scope of Taka working capital loans for the overseas business entities.

Earlier on March 23, the central bank had issued a circular in this regard.

Continued to page 7 Col. 4

BB allows foreign

Continued from page 1 col. 4

The banks have been permitted to invest in the CPs, provide credit enhancements to CP issuers and act as an issuing and paying agents (IPA) of CPs in the existing guidelines.

The IPA means a bank that delivers CPs to the investors against the proof of payment and at maturity repays the investors after receiving funds from the issuer.

Talking to the FE, another BB official said that two new windows have been opened for the foreign companies through relaxations of the regulations to receive loans from local sources.

"It will also help reduce the excess liquidity with the country's banking system," the central banker said, adding that both the individuals and local companies would be benefited through investing their money in the bonds.

On the other hand, foreign investors have been allowed to invest their funds in local companies through purchasing shares directly with local currency. Such relaxation would help the foreign investors avoiding exchange rate fluctuation risk during the investment period, a BB official told the FE earlier.

The gross inflows of FDI increased by 16.91 per cent to $ 2.08 billion during the July-February period of the current fiscal year (FY 2016-17) from $ 1.78 billion in the same period of the FY 2015-16 while net FDI inflow rose by 17.35 per cent to $1.17 billion from $997 million.

Earlier, policy researchers and business leaders had recommended the government for taking effective measures to woo the FDI on a larger scale, even if it comes from tax-haven countries or territories.

siddique.islam@gmail.com

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ
1 3 APR 2017

১০০ কোটি টাকা ঋণ পাচ্ছে আনসার-ভিডিপি ব্যাংক

সঞ্জীব হোমরায়

হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন আয়ের আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণে ১০০ কোটি টাকা ঋণ পাচ্ছে আনসার-ভিডিপি ব্যাংক। ঋণের মেয়াদ ৩ বছর হলেও এটি ৫ বছরের জন্য নবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা মঞ্জুরের পর এবার রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি পেয়েছে ব্যাংকটি। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গত সপ্তাহে এটি অনুমোদন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্রমতে, বিত্তহীন ও নিম্ন আয়ের আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের অংশ হিসেবে ১০০ কোটি টাকা চেয়েছে ব্যাংকটি। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করেছে। তবে নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির শর্তারোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যেহেতু এর সঙ্গে হতদরিদ্র আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের স্বার্থ জড়িত তাই অর্থ মন্ত্রণালয় এতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির অনুমোদন দিয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এর আগে আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের নেয়া রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির শর্ত পরিপালন এবং ঋণ পরিশোধের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করেছে। এতে দেখা যায়, ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির মাধ্যমে আনসার-ভিডিপি ব্যাংক ২০১ কোটি ২৯ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা ঋণ সুদাসলে ব্যাংকটি পরিশোধ করেছে। বর্তমানে ঋণের স্থিতি ১২৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। এ ঋণের ওপর অর্জিত সুদও ব্যাংকটি নিয়মিত পরিশোধ করছে। তাছাড়া আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের আর্থিক কর্মকৃতিও মোটামুটি সন্তোষজনক। পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১০৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছর শেষে যা ৮০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ছিল। ব্যাংকের ক্রেডিট ডিপোজিট অনুপাতের পরিমাণ প্রায় ১৬৯ শতাংশ। মোট প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের তুলনায় শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ব্যাংকটির নিট মুনাফার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। এর আগের অর্থবছর শেষে যা ছিল ৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা। ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ও ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি অনুমোদন করেছেন অর্থমন্ত্রী। তবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গ্যারান্টির মেয়াদ ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকবে। গ্যারান্টির মেয়াদের মধ্যে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে তা অর্থ বিভাগকে জানাতে হবে।

ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বকেয়া অর্থের হালনাগাদ তথ্য অর্থ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। সর্বশেষ এতে বলা হয়েছে, আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের আর্থিক কর্মকৃতি মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে আর্থিক খাতে ব্যবসা পরিচালনায় প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় সফলভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যাংকটিকে একটি সমন্বিত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে। পাশাপাশি ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিসর বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

দৈনিক সকালের খবর

1 3 APR 2017

ঋণ অধিগ্রহণে আরও খারাপ অবস্থা বেসিক ব্যাংকের

আসাদুল্লাহিল গালিব

শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর আমলে সংঘটিত অনিয়মে গায়েব বেসিক ব্যাংকের সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এতে ব্যাংকটি বড় লোকসানে পড়ে যায়। কিন্তু বছর দুয়েক অতিক্রম না করতেই মুনাফায় ফিরেছে ব্যাংকটি। যে খবরে ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরাও বিস্মিত এবং হতবাক। এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, অন্য ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণে ব্যাংকের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। উচ্চ সুদের ঋণ অধিগ্রহণকে ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে দেখছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

- উচ্চ সুদের ঋণ অধিগ্রহণকে স্বার্থের পরিপন্থী বলছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক
- গত বছর পুনঃতফসিলির ৮৩১ কোটি টাকা পুনরায় খেলাপি

সম্প্রতি বেসিক ব্যাংক ঋণ প্রদানে একক গ্রাহক ঋণসীমা ও ঋণ পুনঃতফসিলির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন করেছে। আবেদনে অশ্রেণিকৃত ঋণের সুদসহ গ্রাহকের সম্পূর্ণ দায় অধিগ্রহণ এবং অন্য ব্যাংকের অর্থায়িত ও খেলাপি নন এমন নতুন গ্রাহকদের ঋণ সুবিধা প্রদানে পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হতেও অব্যাহতি চেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেসিক ব্যাংকের সঙ্গে গৃহীত সমঝোতা স্মারকের অনেক শর্ত শিথিল করা হয়েছে। তবে ব্যাংকটিকে অনেক সুযোগ দেওয়ার পরও আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে, ২০১৫ সালে বেসিক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ১০ গ্রাহকের অনুকূলে ২৩১ কোটি ২৪ লাখ টাকা দায় অধিগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১৩৬ কোটি টাকা অধিগ্রহণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ করেছে। আর ২০১৬ সালে ৩৩টি গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ১২৬ কোটি টাকা ঋণ অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আর এর মধ্যে তিনটি গ্রাহকের ৩ কোটি ৭০ লাখ টাকার অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, বর্তমানে ঋণের সুদের হার নিম্নমুখী হওয়ায় বেসিক ব্যাংক কর্তৃক অন্য ব্যাংকের উচ্চ সুদহারের ঋণ পরিশোধপূর্বক অপেক্ষাকৃত নিম্ন সুদহারে ঋণ অধিগ্রহণের বিষয়টি ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থী।

অন্য ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণে বেসিক ব্যাংকের পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ডিসেম্বর-১৬ শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ২২৯ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৫৪ শতাংশ। শুধু গত বছরই বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৬৪৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মালিকানার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে খেলাপি ঋণের হার বেসিক ব্যাংকে সবেচেয়ে বেশি অথচ ব্যাংকটির ঋণ অধিগ্রহণের বিদ্যমান শর্ত সবচেয়ে শিথিল।

এ বিষয়ে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোন্দকার মো. ইকবালের মন্তব্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তার স্বাক্ষরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, '২০১০ থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে বেসিক ব্যাংকে সংঘটিত আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ২০১৪ সালের শেষে এসে ব্যাংকের প্রায় সব আর্থিক সূচকেরই চরম অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাংকিং সেক্টরে ইতোপূর্বে হলমার্ক এবং বিসমিল্লাহ গ্রুপের মতো দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ঋণাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর মোট ঋণ পোর্টফোলিওর মাত্র ৮-১০ শতাংশ। যা বেসিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৬৭ শতাংশ। ফলে বেসিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ প্রদান করা হলে ব্যাংকটি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বেসিক ব্যাংকের সমঝোতা স্মারকে একক গ্রাহক ঋণ সীমা পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সীমা আগে ছিল ১৫ শতাংশ। ব্যাংকটি বলছে, বর্তমানে অনেক ভালো ও বড় ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মেটাতে না পারায় তাদের ব্যাংক ছেড়ে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে ব্যাংকটি কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পারবে না বিধায় একক গ্রাহক ঋণসীমা ১৫ শতাংশে বহাল করার আবেদন করা হয়েছে।

এছাড়া ব্যাংকটি খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেছে। ব্যাংকটির মতে, ঋণ পুনঃতফসিলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সর্বোচ্চ তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছে। এই মেয়াদ পাঁচ থেকে আট বছর করা প্রয়োজন। কেননা ব্যাংকের অর্থায়িত প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই সমস্যায় কবলিত। পুনঃতফসিলির সময় কম থাকায় বেশিরভাগই কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। এক হিসেবে দেখা গেছে, পুনঃতফসিলির পরও কিস্তি অনাদায়ী থাকায় ২০১৬ সালে ৮৩০ কোটি ৬৬ লাখ টাকা পুনরায় খেলাপি হয়ে পড়েছে। এতে করে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমার পরিবর্তে দিন দিন বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বেসিক ব্যাংক বিগত তিন বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি নিয়ে ১ হাজার ৩৭৪ কোটি এবং ব্যাংকটি নিজস্বভাবে ১ হাজার ৬৩৭ কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল করেছে। অর্থাৎ ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির পুনঃতফসিল হওয়া ঋণের পরিমাণ তিন হাজার কোটি টাকার বেশি। এছাড়া গত বছর আরও পাঁচশ' কোটি টাকার ঋণ পুনঃতফসিল হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছে, ব্যাংকিং নিয়মাচার না মেনেই ব্যাংকটি বেপরোয়াভাবে ঋণ পুনঃতফসিল করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অনেক ঋণ হিসাব আবার খেলাপি হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ঋণ হিসাবগুলো যাতে পুনরায় খেলাপি না হয়ে পড়ে সেজন্য যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে পুনঃতফসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

The New Age

13 APR 2017

IDB to sell off majority of its stakes in Islami Bank

Staff Correspondent

The photo shows a general view of the Moghbazar Branch of Islami Bank Bangladesh in Dhaka on Wednesday. The Islamic Development Bank has taken a decision to sell off majority of its stake in Islami Bank Bangladesh at market price through stock exchange. — New Age photo

THE Islamic Development Bank has taken a decision to sell off majority of its stake in Islami Bank Bangladesh Ltd at market price through stock exchange.

The Saudi Arabia-based IDB has recently submitted a proposal before the board of directors to sell off its majority stakes as the government has recently conducted massive restructuring in the IBBL's board and management, said officials of the bank.

Areef Suleman, IDB representative of IBBL, formally placed the proposal at the bank's board meeting held on March 30 when other directors of the bank requested him not to sell the share.

According to the IBBL data, IDB is now holding 12.78 crore share worth around Tk 400 crore considering the existing market price.

The foreign shareholders are now controlling 52.16 per cent stake in the bank of which IDB is holding 7.5 per cent share of the IBBL.

IDB in its proposal informed the board of IBBL that it would want to hold 2.1 per cent share after selling the remaining stake, meaning that the lender agency would sell its around 72 per cent share of the bank.

IDB will hold the minimum shares in IBBL to maintain one director with the bank's board, an official of the bank said.

IDB will be allowed to sell the share after receiving the permission from Bangladesh Securities and Exchange Commission.

IDB earlier expressed concern at the recent changes that took place at IBBL without the consent of the foreign shareholders.

In a letter to Finance Minister AMA Muhith, the Saudi Arabia-based lender said the foreign shareholders, who own more than 52 per cent of shares at IBBL, feel that the governance of the bank has been taken away from the foreign shareholders and given to the local shareholders and independent directors.

This recent high-level change at IBBL is yet another example of important decisions being taken without due knowledge or consent of the foreign shareholders, IDB President Bandar MH Hajjar wrote on January 24.

Along with IDB, Saudi Arabia-based Al Rajhi Group and Arabsas Travel and Tourism Agency, Kuwait-based Public Institution for Social Security, Kuwait Finance House, The Public Authority for Minors Affairs and Kuwait Awqaf Public Foundation are also now holding shares in IBBL.

IBBL chairman Arastoo Khan told New Age on Wednesday that [illegible] recently applied to the board of IBBL to sell off some of its shares, but it would hold sufficient shares to maintain its directorship.

He claimed that IDB usually made large investment when a new Islamic bank starts its banking operation.

The lender organisation makes the large investment in a Shariah-based bank as part of its policy and later IDB withdraws the investment after establishing the bank, he said.

It is a normal process of IDB and they will shift investment to another new Islamic bank, he said.

[illegible]L vice-chairman Syed Ahsanul Alam, however, told New Age that IDB had taken decision in line with its risk management policy.

IDB is going to sell its shares not only in Bangladesh but also some other Islamic banks in two to three countries.

He explained that IDB had taken the move due to recent fluctuating of IBBL's share price.

Share price of IBBL increased to Tk 47.80 on January 26, 2017 from Tk 29 on December 22, 2016. The share price of the bank stood at 32.60 on Wednesday.

Former interim administration finance adviser AB Mirza Azizul Islam told New Age on Wednesday that the government should not have restructured the IBBL's board and management without informing IDB.

He, however, said that IDB's decision would not put much negative impact on IBBL as the lender agency will hold sufficient shares to maintain its directorship.

The immediate past chairman of IBBL's board Mustafa Anwar last week also announced that he would sell off 95 per cent of his stakes in the bank.

Anwar was replaced by Arastoo Khan on January 5 this year as per the directive of the government, which wanted to reduce the influence of people from Jamaat-e-Islam Bangladesh over the bank.

The then managing director Abdul Mannan was also replaced on the same

Continued on B2 Col. 1

দৈনিক যুগান্তর

13 APR 2017

সাইবার নিরাপত্তায় সুইফটের নতুন উদ্যোগ

যুগান্তর ডেস্ক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির পর সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ নিয়েছে আর্থিক লেনদেনের বার্তা আদান-প্রদানকারী আন্তর্জাতিক মাধ্যম সুইফট (সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন)। তাদের কোনো সেবা গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক টাকা হস্তান্তরের বিষয় নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে জানান দেবে। এতে ওই গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি রোধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। খবর ব্লুমবার্গ, রয়টার্স।

সাইবার হামলার মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবে সুইফট। এজন্য লেনদেন স্ক্রিনিং করতে একটি উন্নততর সেবার উন্নয়ন করছে তারা। তাদের এ সেবা শুরু হবে ২০১৮ সালের শুরুর দিকে। এ সেবার মূল্য কেমন হবে তা নির্ভর করবে সেবা গ্রহণকারী ব্যাংকগুলোর সংখ্যার ওপর। বলা হয়েছে, সন্দেহজনক লেনদেন তাদের ওই প্রযুক্তিতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে 'লাল পতাকা' মেসেজের মাধ্যমে তা জানান দেবে। এতে ওই গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে ওই লেনদেন আটকে দিতে পারবেন। সুইফট এক ইমেইল বার্তায় গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে হ্যাকাররা কমপক্ষে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার হাতিয়ে নেয়। তা নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় হয়। ওই অর্থ চালান করে দেয়া হয় ফিলিপাইনে। সেখানকার রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংক হয়ে সেই টাকা চলে যায় ক্যাসিনোতে। তারপর লাপাত্তা হয়ে

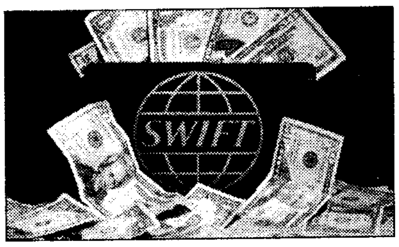

যায় বিপুল অংকের টাকা। তবে এরই মধ্যে ওই টাকার কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এদিকে গত সেপ্টেম্বরে সুইফট জানিয়েছিল, ভুয়া পেমেন্টের নির্দেশপত্র শনাক্তে সহায়তা করবে তারা। এজন্য তারা প্রতিদিন প্রতিবেদন পাঠাবে গ্রাহক ব্যাংকগুলোকে।

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি করতে হ্যাকাররা যে অবৈধ নির্দেশপত্র ব্যবহার করেছিল, তা যেন আর না হয়, সেজন্যই গত ডিসেম্বর মাস থেকে গ্রাহকদের প্রতিদিন প্রতিবেদন পাঠানোর কথা সুইফটের। এর ফলে লেনদেনে কোনো ভুয়া নির্দেশপত্র ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না তা গ্রাহক ব্যাংকগুলো দ্রুত শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারবে। সুইফটের মেসেজিং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে প্রতিদিন শত শত কোটি ডলারের আন্তঃব্যাংক লেনদেন হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরিসহ আরও কিছু ঘটনা সামনে চলে আসায় সুরক্ষিত সুইফট মেসেজিং ব্যবস্থা নিয়ে আস্থার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সুইফট কর্তৃপক্ষ। যেসব লেনদেনের নির্দেশপত্র সুইফট টার্মিনালের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হবে, একটি প্রতিবেদন আকারে প্রতিদিন তা গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হবে। ভুয়া কোনো নির্দেশপত্র থাকলে সহজেই তা শনাক্ত করতে পারবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। সুইফটের প্রতিবেদনে আরও একটি বিষয় যুক্ত থাকবে। লেনদেনের স্বাভাবিক ব্যবস্থার বাইরে কিছু দেখলে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সেগুলোও প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হবে।

গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮১ মিলিয়ন ডলার ও তার আগের বছর কলম্বিয়ার একটি ব্যাংক থেকে ১২ মিলিয়ন ডলার হ্যাক করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সুইফটের মাধ্যমে ভুয়া নির্দেশপত্র পাঠানো হয় নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

1 3 APR 2017

ভাতা থেকে বঞ্চিত কিছু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী

বিশেষ সংবাদদাতা

সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সরকারের বেশ কয়েকটি ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ব্যানারে একটি সংগঠন গতকাল একটি চিঠি দিয়েছে। ফোরামের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ঢাকার বাইরে থাকায় গতকাল এ বিষয়টি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

অর্থমন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে জাতীয় পে-স্কেলভুক্ত সরকারি, আধা সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বশাসিত সংস্থাগুলোর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উৎসব ভাতা ও মাসিক চিকিৎসা এবং বৈশাখী ভাতা ভোগ করছেন। এমনকি শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পারিবারিক পেনশন ভোগকারীদেরও এসব সুবিধা বকেয়াসহ প্রদান করা হয়েছে। অথচ বিটাক, বিসিক, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, সিটি করপোরেশন, বিএডিসি'র মতো সরকারি খাতের কিছু প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দীর্ঘ চাকরিজীবন শেষে যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সমাজ ও পরিবারের কাছে বোঝাস্বরূপ তখন উল্লিখিত ভাতাদি দিয়ে তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার অনুরোধ জানানো হয়েছে স্মারকলিপিতে।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে বিটাকের সাবেক একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলেন, সরকারি, আধা-সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলোয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের মাসিক নিট পেনশনের সমপরিমাণ বছরে দু'টি উৎসব ভাতা দেয়ার বিধান রয়েছে। শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা শতভাগ পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ মাসিক নিট পেনশন প্রাপ্য হতেন ওই পরিমাণ অর্থ প্রতি বছরে দুইবার উৎসব ভাতা হিসাবে প্রাপ্যতা সম্পর্কে একটি বিধান রয়েছে।

বিষয়টি আরো স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা শতভাগ পেনশন সমর্পণ না ১৩ পৃ: ৮-এর কলামে

ভাতা থেকে বঞ্চিত

৩য় পৃষ্ঠার পর

করলে যে পরিমাণ মাসিক নিট পেনশন প্রাপ্য হতেন ওই পরিমাণ অর্থ প্রতি বছরে দুইবার উৎসব ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

২০১৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি অনুবিভাগ থেকে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের বছরে দু'টি উৎসব ভাতা প্রাপ্যতা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ করা হয়। প্রজ্ঞাপনটিতে বলা হয়, শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা শতভাগ পেনশন সমর্পণ না করলে যে পরিমাণ মাসিক নিট পেনশন প্রাপ্য হতেন ওই পরিমাণ অর্থ বছরে দুইবার উৎসব ভাতা হিসেবে প্রাপ্য হবেন। এ ছাড়া শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীরা সাধারণ পেনশনারদের মতো মাসিক চিকিৎসা ভাতাও প্রাপ্য। প্রচলিত বিধানমতে পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য মৃত কর্মচারীর পরিবারের সদস্যরা ওই রূপ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, বিধান থাকা সত্ত্বেও বিটাক, বিসিক, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, সিটি করপোরেশন, বিএডিসি'র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ দিকে শতভাগ পেনশনভোগীদেরও সরকার বাংলা নববর্ষের ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে একটি কার্যপত্রে অর্থমন্ত্রী এরই মধ্যে অনমোদন দিয়েছেন। বর্তমানে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নববর্ষের আগে এখনো এক কার্যদিবস বাকি। আশা করা যাচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী এতে অনুমোদন দিতে পারেন। গত বছর থেকে প্রধানমন্ত্রীর এক নির্বাহী আদেশে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সরকারি চাকরিজীবীরা উৎসব ভাতা পাচ্ছেন।